46

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 AUG 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...2......

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের যায় যায় অবস্থা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অবিরাম অচলাবস্থার করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে ধ্বংস প্রায়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশীরভাগই একবুক হতাশা নিয়ে বাড়ীর পথে। ক্যাম্পাসের কলকোলাহল। উচ্ছল করিডোর, নির্জন গবেষণা; আর ক্লাসের তাড়া শুধুই কল্পনা। প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস ফটকে তালা, প্রশাসনিক, রেজিস্টার ভবনে অচলাবস্থা, পরিবহন চলাচল বন্ধ, ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলসমূহ ঘোষিত অবরোধের কারণে জনশূন্য। নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ অনিশ্চিত আর এই নিয়েই আজো শান্তিডাঙ্গার অশান্তি হয়ে নিজের ব্যর্থতার জানান দিচ্ছে এ দেশের অন্যতম ইসলাম চর্চার প্রাণকেন্দ্র 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'।

একাডেমিক স্থবিরতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, আর্থিক কেলেংকারি, আবাসিক হল সমস্যা, দফায় দফায় অনির্ধারিত অবিরাম অবকাশ, ছাত্র সংগঠনগুলোর লাগামহীন মারমুখী উচ্ছৃংখল সশস্ত্র মহড়া, ছাত্র সংঘর্ষ, হত্যা কি নেই এ ক্যাম্পাসে? প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মূল চরিত্র ও ঐতিহ্য বিধ্বংসী তৎপরতা 'ইসলাম ও জাতীয়তা বোধ পরিপন্থী শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও

বিশ্ববিদ্যালয় মূল ঐতিহ্য ধ্বংস সাধনে পারদর্শী ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ ভবিষ্যত উন্নয়নের পথে আন্তর্জাতিক ও ইসলাম প্রিয় দেশসমূহের অনুদান, অবদান, পৃষ্ঠপোষকতাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিতকরণ প্রয়োজনে সময়োপযোগী ষড়যন্ত্রী মহলের বিষাক্ত ক্যাকটাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে হঠাৎ করে নয় বরং তিলে তিলে ধ্বংসের এ দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার সাফল্য অর্জন করেছে। অর্ধ শতাব্দীকাল আন্দোলন আর দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার সোনালী ফসল সোনারঙ ধারণ করার পূর্বেই ইসলাম বিরোধী কুচক্রী মহল তাতে বিষাক্ত পঙ্গপাল লেলিয়ে তৌহিদী জনতার 'আশার গুড়ে বালি' নিক্ষেপ করে জন্মের মত আকাঙ্খা আর প্রত্যাশার সাধ মিটিয়ে দিয়েছে খুব অনায়াসে। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার মাঝে সমন্বয় ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চালু করার এ মহতী উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে অব্যাহত সন্ত্রাস, ধ্বংসলীলার দাবানল প্রজ্জ্বলন করে। লাশের জনপদ আর পঙ্গুত্বের ভীড়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাপটি মেরে থাকা কুচক্রীমহল তাদের

বলিহারী যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রমকে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সোনালী ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিগৃহীত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। যেন আর কোন সোনার সন্তান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের স্বপ্ন না দেখে। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকার বদলের সাথে সাথে এসব কুচক্রীমহল নিজেদের স্বরূপ পরিবর্তন করে, সকল সরকারের ইসলাম বিরোধী ইঙ্গিতকে কার্যকর করতে গিয়ে নাস্তিক, অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামী ঐতিহ্য তাহজীব তমদ্দুন নিশ্চিহ্ন, নিগৃহীত ও অবাঞ্ছিত করতে ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনের ইঙ্গিতে ইসলামী চরিত্র ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করার মাইলফলক হিসাবে তারা চিহ্নিত করেছে শান্তিডাঙ্গার এ ক্ষুদে ক্যাম্পাসকে। সরকারী দলের ছাত্র সংসগঠন বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্যে রচিত বাকি পথটুকুও ভিন্নদিকে

পরিচালিত করতে ধর্মীয় বিভাগ খোলার সিদ্বান্ত বাতিলের দাবীতে অবিরাম অবরোধের ডাক দিয়েছে। সুযোগ বুঝে ইসলাম বিরোধী মহল এটাকে সাড়া দিতে তা ইতোমধ্যে স্থগিত ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঘটনা এর পর আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ধর্মীয় বিষয় খোলার সিদ্ধান্তে বাধাদান, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নস্যাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের সকল পথরুদ্ধ ও সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চিত গন্তব্যে পৌছে দিতে যদি ঘাপটি মেরে থাকা এসব ইসলাম বিরোধী মহল সক্ষম হয়, তাহলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুব কম সময়ের ব্যবধানেই ইসলামী ঐতিহ্য ধ্বংস করার মত, কুচক্রী মহল সৃষ্টি হতে থাকবে এবং ছড়িয়ে দেবে সারাদেশে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল।

সায়ফুল হক সিরাজী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।